রামকান্ত প্রেম ভরে হরি নি'ত কোলে।
বক্ষ ভেসে যে'ত তাঁর নয়নের জলে।।
বৈষ্ণবের ত্রুটি গ্লানি খণ্ডন কারণ।
নমঃশূদ্র কূলে এল পতিত-পাবন।।
ঘুচা'তে জীবের সন্দ চিত্ত-অন্ধকার।
ওড়াকান্দীধামে হরিচাঁদ অবতার।।
মালা-টেপা ফোঁটা কাটা জল-ফেলা নাই।
হাতে-কাম, মুখে-নাম, মন-খোলা চাই।।
সহজ গার্হস্থ্য ধর্ম সর্বধর্ম সার।
গৃহীকে বিলা'বে মুক্তি শ্রীহরি আমার।।

সখ্য প্রেমে বিশ্বনাথের প্রাণরক্ষা

একদিন শুন এক আশ্চর্য্য ঘটনা।
বিশ্বনাথ নামেতে রাখাল একজনা।।
গোধন চরা'তে বিশ্বনাথ সঙ্গে যায়।
সর্বক্ষণ ঠাকুরের সাথে সাথে রয়।।
যখন যে খেলা করে রাখাল স্বভাব।
তার মধ্যে মধুমাখা ঈশ্বরীয় ভাব।।
ঠাকুর থাকেন এক স্থানেতে বসিয়ে।
সবে মিলে খেলে আজ্ঞা অনুবর্ত্তী হয়ে'।।
রাখালেরা মিলিয়া বারিক করি লয়।
একজনে রাখে গরু বারিক সময়।।
প্রভু দেন আজ্ঞা করে 'শোন রে রাখাল।
ফিরাইয়া আন গিয়া গোধনের পাল'।।
প্রভু দেন আজ্ঞা করে রাখালেরা শুনে।
ঠিক যেন পূর্ব্বভাব গিরি-গোবর্দ্ধনে।।
বিশ্বনাথ নামে সেই রাখাল চতুর।
আত্মাসম ভাল তারে বসিত ঠাকুর।।
সকল রাখাল এল গোষ্ঠে গোচারণে।
বিশ্বনাথ এল না দৈবের নির্ব্বন্ধনে।।
ঠাকুর বলেন তবে সব সখা গণে।
সকলে আসিলি তোরা বিশে কোন খানে?
নাটু কহে 'ওহে হরি! কি কহিব আর?
আসিলাম বলিতে বিশে'র সমাচার।।
বিশে'র হয়েছে রাত্রে বিসুচিকা ব্যাধি।
মৃতপ্রায় সবে করিতেছে কাঁদাকাঁদি'।।
ঠাকুর বলেন নিদানের কর্ত্তা আমি।
বিশাই'র কি করিবে তুচ্ছ ভেদ-বমি?
নাটুকে করিয়া সঙ্গে ঠাকুর চলিল।
হেনকালে বিশ্বনাথ অজ্ঞান হইল।।
বিশাই'র হইয়াছে মৃত্যুর লক্ষণ।
ঘনশ্বাস বহে তার উত্তার নয়ন।।
বিশাই'র জ্ঞাতিবন্ধু বলিছে সকিল।
'বিশাই'রে বাহিরে নিয়া কর অন্তর্জ্জলি'।।
হেনকালে নাটু সঙ্গে প্রভু তাড়াতাড়ি।
উঠিতেছে হরিচাঁদ বিশে'দের বাড়ী।।
বিশে'র জননী কাঁদে আগুলিয়া পথ।
বলে 'আজ ছেড়ে যায় তোর বিশ্বনাথ।।
আর কি খেলিবি খেলা লয়ে বিশ্বনাথে?
প্রভু বলে "আসিলাম বিশা'রে কিনিতে"।।
ঠাকুর বলেন 'বিশে! শীঘ্র উঠে আয়।
বয়ে যায় রাখালিয়া খেলার সময়।।
খেলা ছাড়ি কেন বা রইলি অন্তর্জ্জলে?
অন্তর্জ্জলে তুই, দেখে মোর অন্তর জ্বলে"।।
এতে বলি হস্তধরি বিশা'রে তুলিল।
নিদ্রা ভঙ্গে যেন বিশে' গোষ্ঠেতে চলিল।।
বিশ্বনাথ গোষ্ঠে গেল ঠাকুরের সঙ্গে।
রাখাল মণ্ডলে গিয়ে খেলা করে রঙ্গে।।
উঠিল মঙ্গল রোল জুড়িয়া মেদিনী।
বাল-বৃদ্ধ-যুবা করে জয় জয় ধ্বনি।।
কেহ বলে 'রামকান্ত দিয়াছিল বর।
এ ছেলে মনুষ্য নয় ব্রহ্মপরাৎপর'।।